3.1.12. সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (Steps to Achieve the Aims of Universal Education)

সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রবর্তনের পথে নানা অন্তরায়ের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন— অর্থের অভাব, জনবিস্ফোরণ, দারিদ্র্য, বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনে সরকারি ব্যর্থতা, ত্রুটিপূর্ণ পাঠক্রম, শিক্ষকের অভাব, পরিকাঠামোর অভাব, অভিভাবকদের উদাসীনতা, অপচয়, অনুন্নয়ন ইত্যাদি। তবে সরকারি স্তরে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে এইসব সমস্যা সমাধান করা খুব কঠিন কাজ হবে না।

1. আমাদের সংবিধানের নির্দেশনামূলক নীতির 45 নং ধারায় সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার স্বীকৃতি ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন শিক্ষাকমিশন, কমিটি, শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সম্মেলনগুলিতে এই শর্ত পূরণ করার কথা বারবার বলা হয়েছে। তাই ভারতসরকারকে সর্বজনীন অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এরজন্য কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারকে শিক্ষাখাতে আরও অধিক অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় আয়ের মাত্র তিন শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করে, যেখানে উন্নত দেশে এর হার 7-8 শতাংশ। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের উচিত হল, অতিরিক্ত শিক্ষা-কর বসিয়ে অর্থ জোগাড় করা এবং সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা।
2. প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। সব এলাকাতেই 1 কিমির মধ্যে অন্তত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
3. প্রতিটি রাজ্য ও জেলাগুলিতে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। গ্রামের মেয়েদের, তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তা ছাড়া শহরের বস্তি ও ফুটপাথবাসী ছেলেমেয়েদেরও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে।
4. অপচয় ও অনুন্নয়নের কারণগুলি রোধ করতে না পারলে প্রারম্ভিক শিক্ষা-বিস্তারের প্রচেষ্টা অনেকখানি ব্যাহত হবে। এর জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ভবন, আসবাবপত্র, খেলার মাঠ, আধুনিক শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা স্কুলে রাখতে হবে। জীবনমুখী কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম নির্মাণ করতে হবে ও খেলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এরজন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করতে হবে এবং প্রশাসনিক ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করতে হবে। গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার একান্ত জরুরি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। মিড-ডে-মিল ব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে হবে। মধ্যাহ্নে আহারের ব্যবস্থা থাকলে বিদ্যার্থীদের উপস্থিতি বাড়ে।
5. বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন পাঠক্রমের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে দিয়েই এমন কিছু শেখাতে হবে যাতে ছেলেমেয়েরা পুথিগত বিদ্যার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহায়ক বিদ্যাও লাভ করে।

Scanned with CamScanner

কোঠারি কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে শিশুরা তাদের পারিবারিক প্রয়োজনে কাজ করতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাগ্রহণও করতে পারে। অপচয় কমাতে আংশিক সময়ের শিক্ষাগ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অনুযায়ী আংশিক সময়ের শিক্ষাকে নমনীয় হতে হবে।

6. আমাদের দেশের যে বিপুল সংখ্যক অভিভাবকেরা জীবনে শিক্ষার সুযোগ পাননি, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁদের সজাগ করে তুলতে না পারলে সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হবে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবার জন্য অভিভাবকদের উৎসাহ দিতে হবে। জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্র, বৈদ্যুতিন মাধ্যম, সভা-সমিতি, রাজনৈতিক দল প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচারাভিযান চালিয়ে জনসাধারণকে শিক্ষা-সচেতন করে তুলতে হবে। এই প্রসঙ্গে শিশুশ্রমিক বন্ধের আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তবে একথা মনে রাখতে হবে জনসাধারণের সাহায্য ব্যতীত কোনো শিক্ষাপরিকল্পনাই সফল হতে পারে না।
7. বিদ্যালয়ে যখন শিশু শিক্ষার সব শর্ত পূরণ হবে, অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে তখন প্রারম্ভিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন প্রয়োগ করতে হবে। প্রত্যেক 6-14 বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের স্কুলে আসতে ও অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে।

Scanned with CamScanner